সংবাদ

23 MAY 2008

যশোর সদর উপজেলা

শিক্ষা অফিসারের ইচ্ছামাফিক চলছে প্রাথমিক স্কুলের কার্যক্রম

যশোর অফিস

যশোর সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রেহানা সুলতানার বিরুদ্ধে শিক্ষকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, শিক্ষা অফিসারকে বখশিশ দিলেই মিলছে সুবিধাজনক স্থানে বদলিসহ নানা সুযোগ-সুবিধা। বদলির ক্ষেত্রে নিয়মনীতি মানা হচ্ছে না বলেও শিক্ষক-শিক্ষিকারা অভিযোগ করেছেন। এছাড়াও নানা উপায়ে শিক্ষা অফিসার রেহানা সুলতানা লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। মোট কথা ওই শিক্ষা অফিসারের ইচ্ছামাফিক চলছে প্রাথমিক স্কুলগুলোর যাবতীয় কার্যক্রম। তার আচরণে একজন প্রধান শিক্ষক ইতোমধ্যে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। এসব বিষয়ে গত ১১ মে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। তবে শিক্ষা অফিসার রেহানা সুলতানা এসব অভিযোগ উদ্দেশ্যমূলক বলে মন্তব্য করেছেন।

যশোর জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক নওশের আলী, সদর উপজেলা কমিটির সভাপতি নূর ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান, পৌর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি জাহানারা বেগম, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, জেলা রেজি. প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবদুল লতিফ, সদর উপজেলা রেজি. প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক আবদুল জব্বারসহ বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৮৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেছেন, শিক্ষা অফিসার রেহানা সুলতানা যোগদানের পর প্রাথমিক শিক্ষকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। শিক্ষকরা তার রুমে ঢুকতে পারেন না। প্রয়োজনে পিয়নের অনুমতি নিয়ে ঢুকলেও তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন।

তার কারণে শিক্ষকরা বেতনের টাকা পান মাসের ৮-৯ তারিখে। বার বার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও এখনও তিনি শিক্ষকদের ফিক্সেশনের কাজ শুরু করেননি। টাইমস্কেল, ইবি ক্রস, এরিয়া বিলসহ কোন কাজেরই সুষ্ঠু সমাধান হচ্ছে না। এসএলআইপি প্রশিক্ষণকালীন এক হাজার ২শ' প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে নিম্নমানের প্রশিক্ষণ সামগ্রী সরবরাহ করে জনপ্রতি ৬৫ টাকা হারে ৭৮ হাজার টাকা তিনি আত্মসাৎ করেছেন। এসএমসি এবং পিটিএ বৈধ কমিটি না থাকলেও তিনি তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। নিয়ম বহির্ভূতভাবে প্রধান শিক্ষকদের বাদ দিয়েও তিনি এ প্রশিক্ষণ কাজ করেছেন। উপজেলা পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির আয়-ব্যয়ের কোন হিসেব নেই। মডেল টেস্ট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও বৃত্তি পরীক্ষায় নিম্নমানের খাতা সরবরাহ করে লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করেছেন। পরীক্ষার আয়-ব্যয়ের কোন হিসেবের অনুমোদন জেলা শিক্ষা অফিস থেকে নেন না। প্রশ্নপত্রে ভুল থাকে। বার বার তাগিদ দিয়েও কোন লাভ হয়নি।

২০০৮ সালের ১ম ও ২য় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রশ্নপত্রের দ্বিতীয় কপি সরবরাহ করা হয়নি। এতে অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ২০০৭ সালের বৃত্তি পরীক্ষার সাড়ে ৩ হাজার শিক্ষার্থীর ডিআর লিখিয়ে শিক্ষকদের মাত্র ৩২১ টাকা দিয়েছেন। এ বছর ৩২ জন শিক্ষককে রাত ১০টা পর্যন্ত কাজ করিয়ে কোন সম্মানী না দিয়ে বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। তিনি ইচ্ছামাফিক শিক্ষকদের বদলি করেন। কোন স্কুলে ৩ জন শিক্ষক থাকলেও বদলি করেন। আবার অতিরিক্ত শিক্ষক থাকলেও বদলি করেন না। বদলির বিষয়টি নির্ভর করে 'গিফট'-এর ওপর। রেজি. ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার কোন ব্যবস্থা করছেন না। বর্তমান শিক্ষা বছরে অনেক শিক্ষার্থী বই পায়নি। অথচ গুদামে বই পচে নষ্ট হচ্ছে। ২০০৭-০৮ সালে প্রধান শিক্ষকদের মাসিক সমন্বয় সভা একত্র করেননি। তিনি কথায় কথায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দিয়ে স্কুল পরিদর্শনের ভয় দেখান। যত বিপদাপন্ন শিক্ষকই হোন না কেন কোন লোন বিল বা কল্যাণ ট্রাস্টের কোন ফাইলে তিনি জরুরিভাবে স্বাক্ষর করেন না।

অভিযোগকারীরা তাদের এসব অভিযোগ প্রাথমিক শিক্ষা খুলনা বিভাগের উপ-পরিচালক, যশোরের ডেপুটি কমিশনার, জেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, দুর্নীতি দমন কমিশনকে জানিয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রেহানা সুলতানার সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে তিনি অভিযোগগুলোকে কল্পনাপ্রসূত বলে মন্তব্য করেন। তিনি জানান, ইতিপূর্বে উপজেলা শিক্ষা কমিটিতে শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দই অন্তর্ভুক্ত হতেন। কিন্তু এবার ডেপুটি কমিশনারের আদেশে সাধারণ দু'জন শিক্ষককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।